ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী

২০২১ সালের শীট

২য় শ্রেণি অভীক্ষা সিলেবাস

শ্রেণি - দ্বিতীয়

বিষয় : বাংলা

ট্রেন

শামসুর রাহমান

শব্দার্থ এবং বাক্য গঠন:

১. ঝক ঝকাঝক= (ঝক ঝক শব্দ) ঝক ঝকাঝক শব্দ করে ট্রেন চলে।

২. রাত দুপুরে = (মাঝ রাতে) রাত দুপুরে শিয়াল ডাকে।

৩. জিরোয় = (বিশ্রাম নেয়) কাজ শেষে তারা জিরোয়।

৪. ফের= (আবার) এখানে আমি ফের আসব।

৫. পেরুলেই = (পার হলেই) মাঠ পেরুলেই নদী দেখা যায়।

৬. বাজনা = (বাদ্য বাজানোর শব্দ) বিয়ে বাড়িতে বাজনা বাজে।

৭. বেশ = (ভালো) এখানে আমি বেশ আছি।

শূন্যস্থান পূরণ:

১. এখানে আমি বেশ আছি।

২. রাত দুপুরে শেয়াল ডাকে।

৩. মাঠ পেরুলেই নদী দেখা যায়।

৪. কাজ শেষে তারা জিরোয়।

৫. এখানে আমি ফের আসব।

৬. ঝক ঝকাঝক শব্দ করে ট্রেন চলে।

৭. বিয়ে বাড়িতে বাজনা বাজে।

৮. আমরা সারা দিন অনেক মজা করলাম।

৯. বিদেশ থেকে মামা এসেছেন।

১০. সামনে এগিয়ে যেতে হলে থামা যাবে না।

১১. মাঠ পার হলেই বন।

১২. পুলের উপর বাজনা বাজে।

১৩. মজার গাড়ি হঠাৎ করে থামবে।

১৪. ট্রেন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়।

যুক্তবর্ণ:

১. ট্র = ট্ + ্র (র-ফলা); ট্রেন, ট্রাক।

২. গ্র = গ্ + ্র (র-ফলা); গ্রাম, গ্রহ।

ছোট প্রশ্ন:

১. ট্রেন চলার সময় কেমন শব্দ করে?

উ: ট্রেন চলার সময় ঝক ঝকাঝক শব্দ করে।

২. মাঠ পেরুলেই কী দেখা যায়?

উ: মাঠ পেরুলেই বন দেখা যায়।

৩. পুলের উপর ট্রেন কেমন শব্দ করে?

উ: পুলের উপর ট্রেন ঝনঝনা ঝনঝন শব্দ করে।

৪. ট্রেন কোথায় ঘুরে বেড়ায়?

উ: ট্রেন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়।

৫. ইচ্ছে হলে ট্রেন কী করে?

উ: ইচ্ছে হলে ট্রেন বাঁশি বাজায়।

৬. ট্রেন কেমন শব্দ করে থামে?

উ: ট্রেন একটু কেশে খক শব্দ করে থামে।

দুখুর ছেলেবেলা

শব্দার্থ এবং বাক্য গঠন:

১. ঝাঁকড়া= (ঘন গোছা) নজরুলের মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল।

২. তালপুকুর = (যে পুকুরের পাড়ে অনেক তালগাছ আছে) তাল পুকুরের পানি টলটেল।

৩. টলটলে = (পরিষ্কার) তাল পুকুরের পানি টলটেল।

৪. মকতব = (মুসলমান বালক বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়) দুখুদের গ্রামে একটা মকতব ছিল।

৫. ডাঁশা = (পাকা ও কাঁচার মাঝামাঝি) ডাঁশা পেয়ারা খেতে মজা।

৬. তরতর = (তাড়াতাড়ি করে) গাছের শাখায় শাখায় তরতর করে ঘুরে বেড়ায় কাঠবিড়ালি।

৭. সুরেলা= (খুব মধুর সুর) একটা সুরেলা আওয়াজ শুনলাম।

৮. মুগ্ধ = (বিভোর, অভিভূত) দুখু মিয়ার গান শুনে সবাই মুগ্ধ।

৯. জাতীয় = (জাতির নিজস্ব) শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল।

শুন্যস্থান পুরণ:

১. তাল পুকুরের পানি টলটলে।

২. বনে বাদাড়ে সাদা থাকে।

৩ নজরুলের মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল।

৪. দুখুদের গ্রামে এক মকতব ছিল।

৫. ডাঁশা পেয়ারা খেতে খুব মজা।

৬. দুখু মিয়ার গান শুনে সবাই মুগ্ধ হতো।

যুক্তবর্ণ:

১. গ্ধ = গ্ + ধ; মুগ্ধ, দুগ্ধ।

২. ণ্ঠ = ণ্+ ঠ; কণ্ঠ, কুণ্ঠিত।

৩.গ্র = গ্ + ্র (র-ফলা); গ্রাম, গ্রহ।

<u>ছোট প্রশ্ন:</u>

১. দুখুর আসল নাম কী?

উ: দুখুর আসল নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

২. দুখু দেখতে কেমন ছিল?

উ: দুখুর মাথায় ঝাঁকড়া চুল ছিল। তার চোখ দুটি বড় বড় ছিল।

৩. সকালে কিসের ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙে?

উ: সকালে পাখির ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙে।

৪. কাঠবিড়ালিকে দেখে দুখুর কী ইচ্ছে হয়?

উ: কাঠবিড়ালিকে দেখে দুখুর ইচ্ছে হয় কাঠবিড়ালি হতে।

৫. আমাদের জাতীয় কবির নাম কী?

উ: আমাদের জাতীয় কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

<u>বড় প্রশ্ন:</u>

১. দুখু দলবল নিয়ে কী করে?

উ: দুখু দলবল নিয়ে খেলা করে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। তাল পুকুরের টলটলে পানিতে সাঁতার কাটে।

২. আমাদের জাতীয় কবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ?

উ: ১. আমাদের জাতীয় কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

২. তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া।

৩. তাঁর মাথায় ঝাঁকড়া চুল ও চোখ দুটি বড় বড় ছিল।

৪. দুখুর গানের গলা সুরেলা ছিল।

৫. তিনি ছোটদের জন্য অনেক কবিতা লিখেছেন।

<u>খামার বাড়ির পশুপাখি</u>

<u>শব্দার্থ এবং বাক্য গঠন:</u>

১. খামার = (পশুপালন বা ফসল ফলানোর জায়গা) খামারে অনেক পশুপাখি আছে।

২. খইল = (পশুর খাবার) খইল পশুপাখির জন্য ভালো খাবার।

৩. ভুসি = (ছোলা বা গমের কুঁড়ো বা খোসা) ভুসি পশুপাখির জন্য ভাল খাবার।

৪. গোয়াল = (গরু রাখার ঘর) রাতে গরুগুলো গোয়ালে থাকে।

৫. দানা = (বিচি, বীজ) কবুতরের খাওয়ার জন্য দানা ছিটিয়ে দাও।

<u>শূন্যস্থান পূরণ:</u>

১. কবুতরের খাওয়ার জন্য <u>দানা</u> ছিটিয়ে দাও।

২. <u>খামারে</u> অনেক পশুপাখি আছে।

৩. <u>খইল</u> আর <u>ভুসি</u> পশুপাখির জন্য ভালো খাবার।

৪. রাতে গরুগুলো <u>গোয়ালে</u> থাকে।

যুক্তবর্ণ:

১. ম্ব = ম্ + ব; হাম্বা, কম্বল।

২. দ্ব = দ্ + ব-ফলা; দ্বার, দ্বীপ।

৩. শ্র = শ্ + ্র (র-ফলা); শ্রেণি, শ্রমিক ।

ছোট প্রশ্ন:

১. গ্রামের পাশের নদীটির নাম কী?

উ: গ্রামের পাশের নদীটির নাম তিতাস।

২. রিতা কবুতরকে কী খেতে দেয়?

উ: রিতা কবুতরকে গম ও মটর খেতে দেয়।

৩. ছাগলছানারা কী করে?

উ: ছাগলছানারা লাফালাফি করে।

৪. লাল ঝুঁটি মোরগ দেখতে কেমন?

উ: লাল ঝুটি মোরগের মাথায় লাল রঙের ঝুঁটি থাকে। এসব মোরগ দেখতে খুব সুন্দর।

৫. মতিবিবি কী বিক্রি করে টাকা পান?

উ: মতিবিবি মুরগির ডিম বিক্রি করে টাকা পান।

৬. খামারের মোরগ ও মুরগি কে পাহারা দেয়?

উ: মতিবিবির পোষা কুকুর খামারের মোরগ ও মুরগি পাহারা দেয়।

৭. পুকুরে হাঁসগুলো কী করে?

উ: হাঁসগুলো দল বেঁধে পুকুরে নামে। সাঁতার কাটে ও শামুক খায়।

বড় প্রশ্ন:

১. তোমার প্রিয় প্রাণী সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।

উ: ১. আমার প্রিয় পোষা প্রাণী হল বিড়াল।
২. এর গায়ের রং ধবধবে সাদা।
৩. এটি দেখতে ঠিক একটি ছোট বাঘের বাচ্চার মত।
৪. এর দাঁতগুলো চকচকে ধারালো আর চোখ দুটি ঝকঝকে উজ্জ্বল।
৫. আমার বিড়ালটি মাছ, ভাত, দুধ আর শুটকি পছন্দ করে।

কাজের আনন্দ
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শব্দার্থ এবং বাক্য গঠন:

১. আহরণ = (জোগাড়) মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে।
২. কিচিমিচি = (পাখির ডাক) চড়ুইগুলো কিচিমিচি করে ডাকছে।
৩. তৃণলতা = (ঘাস ও লতা) পাখি তৃণলতা দিয়ে বাসা বানায়।
৪. পিপীলিকা = (পিঁপড়ে) পিপীলিকা সারি বেঁধে চলে।
৫. দলবল = (দলের সবাই) মেয়েরা দলবল নিয়ে হাজির হলো।
৬. পিলপিল = (পিঁপড়ের দল) পিঁপড়া পিলপিল করে চলে।

শূন্যস্থান পূরণ:

১. পাখি তৃণলতা দিয়ে বাসা বানায়।
২. মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে।
৩. পিঁপড়া পিলপিল করে চলে।
৪. মেয়েরা দলবল নিয়ে হাজির হলো।
৫. চড়ইগুলো কিচিমিচি করে ডাকছে।
৬. পিপীলিকা সারি বেঁধে চলে।
৭. এটি হলো বাঘ।
৮. সে বাস করে বনে।
৯. তার গায়ের রং হলুদ এবং কালো।
১০. সে মাংস খায়।
১১. বাঘ খুবই সুন্দর একটি প্রাণি।

যুক্তবর্ণ:

১. তৃ = ত্+ ৃ (ঋ-কার); তৃন, তৃতীয়।
২. দ্য = দ্+ ্য (য-ফলা); খাদ্য, সত্য।

বড় প্রশ্ন:

১. মৌমাছি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।
উ: ১. মৌমাছি দেখতে অনেক সুন্দর।
২. মৌমাছি নেচে নেচে চলে।
৩. মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে।
৪. মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে বাসা তৈরি করে।
৫. মৌমাছির বাসাকে মৌচাক বলে।

ছোট প্রশ্ন:

১. মৌমাছি কোথায় যায়?
উ: মৌমাছি বনে যায়।
২. পাখি তৃণলতা আনে কেন?
উ: পাখি নিজের বাসা বোনার জন্য তৃণলতা আনে।

৩. মৌমাছি কী কাজ করে?
উ: মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে।
৪. পিপীলিকা কী সঞ্চয় করে?
উ: পিপীলিকা শীতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে।

ব্যাকরণ অংশ
শব্দ ও বাক্য

১. শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলে যখন একটি অর্থ প্রকাশ করে, তাকে শব্দ বলে। যেমন-
ব + ই = বই;   আ + ম = আম;
ফু + ল = ফুল;   ম + য় +না = ময়না।

২. শব্দ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: উৎপত্তি অনুসারে শব্দসমূহকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-
১. তৎসম শব্দ;
২. অর্ধ-তৎসম শব্দ;
৩. তদ্ভব শব্দ;
৪. দেশি শব্দ;
৫.বিদেশি শব্দ।

৩. বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি বসে যখন সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্য বলে।
যেমন- সালমা + গান + গায় = সালমা গান গায়।

৪. বাক্যের কয়টি অংশ ও কী কী?
উত্তর: বাক্যে দুটি অংশ। যথা-
ক. উদ্দেশ্য
খ. বিধেয়

৫. উদ্দেশ্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে।
যেমন- আলম বই পড়ছে।
এ বাক্যে ‘আলম’ উদ্দেশ্য।

৬. বিধেয় কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে।
যেমন- আলম বই পড়েছে।
এ বাক্যে ‘বই পড়ছে’ বিধেয়।

<u>পদ প্রকরণ</u>

১. পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: বাক্যের অর্ন্তগত প্রত্যেকটি অর্থপূর্ণ শব্দকে পদ বলে।
যেমন- আকাশ স্কুলে যায়।
এ বাক্যে আকাশ স্কুলে যায়- এর প্রত্যেকটি এক একটি পদ।

২. পদ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: পদ পাঁচ প্রকার। যথা-

১. বিশেষ্য;
২. বিশেষণ;
৩.সর্বনাম;
৪.অব্যয়;
৫. ক্রিয়া।

৩. বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে শব্দ দিয়ে কোন কিছুর নাম বুঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।
যেমন- আকাশ, আম, পলাশ, ঢাকা, বই ইত্যাদি।

৪. বিশেষণ পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে।
যেমন- ভাল, মন্দ, লাল, কাঁচা, সৎ ইত্যাদি।

৫. সর্বনাম পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে শব্দ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন- আমি, তুমি, সে, তারা, তিনি ইত্যাদি।

৬. অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় পদ বলে।
যেমন- এবং, অথবা, কিংবা, কিন্তু, আর ইত্যাদি।

৭. ক্রিয়া পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে শব্দ দ্বারা কোন কাজ করা বুঝায় তাকে ক্রিয়া পদ বলে।
যেমন- পড়া, বলা, খেলা ইত্যাদি।